ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ‘‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪’’ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ২৪ চৈত্র ১৪২০, ৭ এপ্রিল ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ বছরের স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ‘‘Vector Borne Diseases’’ অর্থাৎ ‘‘মশা-মাছি দুরে রাখিঃ রোগ-বালাই মুক্ত থাকি’’। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টিকাদান কার্যক্রমের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

২০১০ সালে পৃথিবীতে বাহক বাহিত রোগে ৬ লাখ ৬০ হাজার মানুষ মারা য়ায়। এর মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে শিশু। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার, যাতায়াত বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন, বনাঞ্চল ধ্বংস, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি বাহক-বাহিত রোগসমূহের ঝুঁকি ও বিস্তারের অন্যতম কারণ। বিশ্বে বিভিন্ন সংক্রমণ রোগের মধ্যে ১৭ ভাগই হচ্ছে বাহক বাহিত।

উষ্ণ মন্ডলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও নানা ধরণের বাহক-বাহিত রোগ বিরাজ করছে। কখনো কখনো এই রোগসমূহ বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে সংক্রমণ ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এই রোগগুলোর কোন কোনটি নিয়ন্ত্রণে এসেছে অথবা নির্মূলের পর্যায়ে গিয়েছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে বাহক বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বাহক-বাহিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, চিকুনগুনিয়া এবং জাপানিজ এনকেফালাইটিজ। এছাড়া আমাশয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগও বাহকের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

২০০৮ সালে ম্যালেরিয়ায় ৮৪ হাজার জন আক্রান্ত হয় এবং ১৫৪ জন মারা যায়। ২০১৩ সালে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬ হাজার ৮শ’ ৫১ এবং ১৫ জনে। জনগণের দোরগোড়ায় রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান এবং কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ ও ব্যবহারের ফলে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করছে। ফলে, ডেঙ্গুজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা কমে এসেছে।

বাংলাদেশে ১৯টি জেলা ফাইলোরিয়া রোগ প্রবণ ছিল। মোট ১৫টি জেলায় প্রাথমিকভাবে এ রোগ নির্মূল করা হয়েছে। বাকী ৪টি জেলায় এ বছর ফাইলোরিয়া নির্মূল হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ফলে দেশে কালাজ্বরের বিস্তারও কমে এসেছে।

বাহক-বাহিত রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশ লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ কাজে আমাদের সহায়তা দিচ্ছে।

আসুন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে সকলে মিলে দেশব্যাপী বাহক-বাহিত রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ও সমন্বিত ব্যবস্থা জোরদার ও জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বাহক-বাহিত রোগ হতে মুক্ত রাখি।

এটাই হোক, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ এর অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...